ম্যারেজ মিডিয়া প্রতারণা

মোস্তফা সারোয়ার বিপ্লব

গত ২৬ ডিসেম্বর প্রথম শ্রেণীর একটি জাতীয় দৈনিকে 'শ্রেণীভুক্ত' একাধিক বিজ্ঞাপনের মধ্যে একটির শিরোনাম ছিল 'যোগ্যপাত্র চাই'। পাত্রীর পরিচয় হিসাবে বলা হয় তিনি ইতালির সিটিজেন, শ্যামবর্ণ, এক সন্তানের মা, ঢাকা/শরীয়তপুরে বাড়ি (৩৪-৫-২´)। যোগাযোগ করার জন্য দেয়া হয় দুটি মোবাইল নম্বর। ঘটকের নাম লেখা হয় মনি আপা।

একই পত্রিকায় তার দুদিন আগে (২৪ ডিসেম্বর) একই শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। এখানে বলা হয় কানাডার সিটিজেন, এক সন্তান, শ্যামবর্ণ, ডিভোর্সি (৩৫+৫-২´)। কানাডায় বসবাসে ইচ্ছুক যেকোনও জেলার বিবাহিত পাত্র চাই। ঘটকের নাম ছিল এ বাতেন। যোগাযোগের জন্য দেয়া হয় তিনটি মোবাইল নম্বর। মজার ব্যাপার, ২৬ ডিসেম্বর বিজ্ঞাপনে দেয়া দুটি মোবাইল নম্বর এবং ২৪ ডিসেম্বর বিজ্ঞাপনে দেয়া তিনটি মোবাইল নম্বরের মধ্যে দুটি একই নম্বর।

আরও লক্ষণীয়, একই পত্রিকায় ১৯ ডিসেম্বর একই শিরোনামে আরও একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এতে পাত্রীর পরিচয় দেয়া হয় বিধবা, পরহেজগার, এক সন্তানের জননী হিসাবে, বলা হয় ঢাকায়, নবাবগঞ্জে নিজ নামে বাড়ি, ব্যবসায়ী (৩৪+৫-২´) পাত্রীর যেকোনও জেলার পাত্র প্রয়োজন। যোগাযোগ রত্না আপা। মোবাইল নম্বর দেয়া হয় তিনটি। এই নম্বরগুলোও আগের দুটো বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত।

এদিকে হুবহু এই বিজ্ঞাপনটি একই শিরোনামে ছাপা হয় ১৩ ডিসেম্বর তারিখের একই পত্রিকায়। অবশ্য এই বিজ্ঞাপনে শুধু 'নবাবগঞ্জ' শব্দটি বাদ দেয়া হয়। যথারীতি সেই আগের তিনটি মোবাইল নম্বরই এখানে।

বিজ্ঞাপনে তিনটি মোবাইল নম্বর এক হলেও ঘটক হিসাবে তিনবার ৩ জনের নাম ছাপা হয়েছে। তবে প্রতিবারই তাদের বিজ্ঞাপনে পাত্রীর উচ্চতা একই ৫-২´। এটা কোনও কাকতলীয় ঘটনা নয়।

খোঁজ নেয়ার জন্য তিনটি মোবাইল নম্বরে একাধিকবার যোগাযোগ করলেও মনি আপা ও রত্না আপা নামে কাউকে পাওয়া যায়নি।

অফিস সহকারি থেকে ইমিগ্রান্ট পাত্রী তাসলিমা পারভীন নিপা

আট মাসে চার বিয়ের নায়িকা তানিয়া ইসলাম তুলি

পরে অনুসন্ধানে জানা যায়, এ বাতেন নামে জনৈক কথিত ঘটক, পত্রিকার বিজ্ঞাপনে একই মোবাইল নম্বর বিভিন্ন নামে ছাপিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে। বাতেনের সঙ্গে দুজন মহিলা পার্টনার আছে। মূলত এই দুই মহিলাই বরাবর পাত্রীর অভিনয় করে যাচ্ছে। তাদের নিজস্ব কোনও অফিস নেই। বরং মোবাইল নম্বরই তাদের প্রতারণার অফিস। এখানে কেউ যোগাযোগ করলে তাকে সরাসরি পাত্রী দেখানোর প্রস্তাব দেয়া হয়। পাত্রী দেখানো বাবদ সার্ভিস চার্জ হিসাবে ৩ হাজার টাকা দিতে হয় বাতেনকে। অবশ্য পাত্রী হিসাবে দেখানো হয় তার দুই মহিলা পার্টনারকে। প্রথমে পাত্রী হিসাবে তার এক মহিলা পার্টনার দেখানো হলে বরাবরের মতো বাতেন পাত্রকে বলে পাত্রী আপনাকে পছন্দ করেনি। দ্বিতীয়বার পাত্রী হিসাবে দেখানো হয় তার অপর মহিলা পার্টনারকে। তখনও সার্ভিস চার্জ দিতে হয় আগের মতোই। এবারও পাত্রী পাত্রকে পছন্দ করে না। পরে যোগাযোগ করার কথা বলে সটকে পড়ে বাতেন। পরবর্তী সময়ে নতুন পাত্র হাজির করে পর্যায়ক্রমে ওই দুই মহিলার সামনে। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে বাতেন। বাতেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে রত্না ও মনির ব্যাপারে জানতে চাইলে সে ২০০০কে জানায়, মনি অসুস্থ এবং রত্না বাসায়। শুধু সে একাই অফিসে। অফিসের ঠিকানা এবং সরাসরি কথা বলার প্রসঙ্গ তুললে বাতেন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং একপর্যায়ে বলে, মাসখানেক হয় ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বাতেন আরও জানায়, এ ব্যবসা করতে হলে দু'নম্বরী করতে হয়, মানসম্মান থাকে না, তাই ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত কয়টি বিয়ের সমাধান হয়েছে–এ প্রসঙ্গে বাতেন কোনও উত্তর দেয়নি।

চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি একটি দৈনিক পত্রিকায় নীড় নামে একটি ম্যারেজ মিডিয়া 'পাত্র চাই' শিরোনামে বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল 'ব্যাংকার, লেকচারার, মাল্টিন্যাশনালসহ বিভিন্ন গ্রুপ অব কোম্পানিতে চাকরিরতা ঢাবি এমএমইউ'র অনার্স-মাস্টার্স আকর্ষণীয় সুন্দরীদের। ফ্রি মেম্বারশিপ।' যোগাযোগের জন্য দেয়া হয় নীড় ম্যারেজ মিডিয়ার দুটি মোবাইল নম্বর। পরিচয় গোপন রেখে প্রতিবেদক যোগাযোগ করেন ঐ নম্বরে। প্রতিষ্ঠানের মালিক জাহিদ পাত্রী হিসাবে পূবালী ব্যাংকের এক মহিলা অফিসারের নাম-ঠিকানা বলে। পাত্রী দেখার ব্যাপারে জাহিদ বলে, বায়োডাটার সঙ্গে ৫ হাজার টাকা দেয়ার পরই পাত্রীকে দেখার ব্যবস্থা করে দেবে। মেম্বারশিপ ফ্রি, তারপরও কেন ৫ হাজার টাকা চাওয়া হচ্ছে– এ প্রসঙ্গে জাহিদ বলে, এটা মেম্বারশিপের ফি নয়, কাজ শুরুর ফি। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদক দুদিন পর অন্য নামে পাত্রীর খোঁজে ফোন করেন। এবার নিজেকে বিবাহিত দাবি করে ডিভোর্সী পাত্রীর সন্ধান করেন। এবারও জাহিদ পূবালী ব্যাংকে কর্মরত সেই পাত্রীর কথাই বলে। আগের পাত্রীর পরিচয় দেয়া হয় অবিবাহিত, আবার একই পাত্রীকে পরিচয় দেয় শর্ট ডিভোর্সড হিসাবে। নীড় প্রতিষ্ঠান থেকে সেই পাত্রীর ঠিকানা অনুযায়ী পূবালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এই নামে কোনও মহিলা এই অফিসে নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নীড় মিডিয়ার অফিসটি বাংলামটরের জহুরা মার্কেটে অবস্থিত। প্রতারকচক্র দীর্ঘদিন ধরে মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা করে লাখ লাখ টাকা

হাতিয়ে নিচ্ছে। এ রকম শুধু মোবাইলসর্বস্ব শতাধিক ম্যারেজ মিডিয়া দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা করে যাচ্ছে রাজধানীতে।

প্রতারণা কৌশলের শীর্ষে ইমিগ্র্যান্ট পাত্রী

অনুসন্ধানে জানা গেছে, দেশে বর্তমানে ইমিগ্র্যান্ট পাত্রীর কদর সবচেয়ে বেশি। প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ইমিগ্র্যান্ট পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনও দেয়া হচ্ছে দেদারসে।

দেশে কাজের অভাব। বিদেশে গিয়ে অনেকেই টাকা রোজগার করতে চায়, হতে চায় অর্থবিত্তের অধিকারী। কিন্তু বিদেশে যাওয়া এত সহজ নয়। এ জন্য প্রয়োজন কয়েক লাখ টাকা। আবার টাকা থাকলেই আমেরিকা বা ইউরোপের কোনও দেশে যাওয়া যায় না। তবে ইমিগ্র্যান্ট পাত্রী বিয়ে করলে সহজে বিদেশে যাওয়া সম্ভব। এই সম্ভাবনাকেই প্রতারকরা ব্যবহার করে ফাঁদ হিসাবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখে কেউ যোগাযোগ করলে তাকে সরাসরি পাত্রী দেখানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। পাত্রী দেখানো বাবদ সার্ভিস চার্জ হিসাবে নেওয়া হয় তিন হাজার থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত। ম্যারেজ মিডিয়া অফিসের সহকারী, কলগার্ল বা কোনও মেয়েকে ভাড়া করে এনে দেখানো হয় ইমিগ্র্যান্ট পাত্রী হিসাবে। এরপর কখনও বলা হয় পাত্রকে পাত্রীর পছন্দ হয়নি। কখনও বলা হয় পাত্রী পছন্দ করেছে পাত্রকে। পরে তাদের বিয়েও দেয়া হয়। পাত্রকে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট-ভিসা বাবদ চাওয়া হয় ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা। টাকাটা আদায় করার পরই তারা বিভিন্ন বাহানায় কেটে পড়ে। এ রকম একজন মহিলার নাম সালমা চৌধুরী। ভারতীয় এই মহিলা নিজে ইমিগ্র্যান্ট পাত্রী সেজে মাসে আয় করছে– লাখ টাকা। ধানমন্ডির বাসিন্দা এই মহিলা দেখতে খুব সুন্দরী, ইংরেজি বলে অনর্গল। এসব কারণে কেউ সন্দেহ করে না। মৌ নামে একজন সালমা চৌধুরীর দালাল হিসেবে কাজ করছে। এদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে অসংখ্য যুবক। এমনি প্রতারণার ফাঁদ পাততে গিয়ে এ পর্যন্ত ধরা পড়েছে নিপা, মিজানুর, শামস, তানিয়া, আজাদ, মোনালিসা, আঁখি, আব্দুল মান্নান, আমান, জয় আহমেদ, নয়ন, রায়হান হোসেন, পাভেল, হাফিজুর রহমান। তাদের বিরুদ্ধে এখন মামলার চার্জশিট দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পাস তাসলিমা পারভীন নীপা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে আসে ঢাকায়। গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জ সদরের রতনগঞ্জে। ইন্টারভিউ দিতে এসে পরিচয় হয় মিজানুর ও শামস নামে দুই যুবকের সঙ্গে। তিনজনে মিলে গড়ে তোলে ম্যারেজ মিডিয়া। অফিস নেয় উত্তরা ১৪ নম্বর সেক্টরের একটি বাড়ির চারতলায়। পত্রিকায় 'পাত্র চাই' শিরোনামে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় তাদের মিডিয়ার পক্ষ থেকে। ইংল্যান্ড প্রবাসী ইমিগ্র্যান্ট পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। নীপা নিজেই হয়ে যায় পাত্রী।

বিজ্ঞাপন দেখে কুমিল্লার দাউদকান্দির মীর হোসেন নামক এক যুবক মোবাইলে যোগাযোগ করেন। পাত্র-পাত্রীর মুখোমুখি হওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তাদের অফিসেই। নীপাকে পাত্রী সাজিয়ে দেখানো হয় মীর হোসেনকে। মিজানুর ও শামস নিজেদের পরিচয় দেয় নিপার দুই সহোদর হিসাবে। পরে নীপা ও মীর হোসেনের বিয়েও হয়। পাসপোর্ট-ভিসা বাবদ পাঁচ লাখ টাকা চাইলে তিন লাখ টাকা দেয় মীর হোসেন। সপ্তাহখানেক পর মীর হোসেন ইংল্যান্ডে যাওয়ার অগ্রগতি জানার জন্য যায় উত্তরা সেই অফিসে। কিন্তু এর মধ্যে অফিস উধাও, তাদের মোবাইলও বন্ধ। মীর হোসেন হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে প্রতারক চক্রকে। এই সময়ের মধ্যে মীর হোসেনের মতো শহীদ হোসেন নামক এক যুবককে একইভাবে বিয়ে করে নীপা। শহীদ হোসেন তাদেরকে খুঁজতে গিয়ে পরিচিত হন মীর হোসেনের সঙ্গে। দুজনে মিলে খুঁজতে থাকে প্রতারক চক্রকে। এদিকে নতুন মোবাইল নম্বর দিয়ে একই কায়দায় নতুন বিজ্ঞাপন দেয়া শুরু করে নীপা। বিভিন্ন পত্রিকায় 'পাত্র চাই' শিরোনামে প্রকাশিত সব বিজ্ঞাপনের খোঁজ নিতে শুরু করে প্রতারিত মীর হোসেন ও শহীদ। একপর্যায়ে একটি মোবাইলে নীপার কণ্ঠ পায় মীর হোসেন। তাদের ঠিকানা সংগ্রহ করার জন্য মীর হোসেনের ছোট ভাইকে বর বানানো হয়। নীপা মোবাইলে ঠিকানা দেয় উত্তরার ৯ নম্বর সেক্টরের ৮ নম্বর রোডের ১৮/৪ নম্বর বাড়ির। মীর হোসেনের ছোট ভাইকে বর সাজিয়ে প্রতারিত দুই যুবক ঠিকানা অনুযায়ী হাজির হয়। মীর হোসেন ও শহীদ গেটের বাইরে থাকলেও চোখ রাখে গেটের দিকে। নিচতলায় মিজানুর অভ্যর্থনা জানায় মীর হোসেনের ভাইকে। আড়াল থেকে মিজানুরকে দেখে প্রতারিত দুই যুবক নিশ্চিত হন। দুজনেই র‍্যাব-১-এ অভিযোগ করে। গ্রেপ্তার হয় মিজানুর, তার সহযোগী নীপা ও শামস। মীর হোসেন বাদী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে উত্তরা থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক গাজী গোলাম দোস্তগীর বলেন, শিগগিরই এদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়া হবে।

প্রতারক তানিয়া

শরীয়তপুরের নড়িয়ার মগর গ্রামের

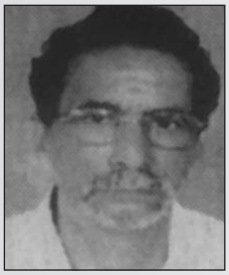

মেশিন অপারেটর থেকে ঘটক পাখি ভাই

দেশের তারকা ঘটক হিসাবে পরিচিত 'পাখি ভাই'। ঘটকালী ব্যবসা প্রসারের জন্য তিনি বানিয়েছেন লিমিটেড কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানের নাম দেয়া হয়েছে 'ঘটক পাখি ভাই প্রাইভেট লিমিটেড'। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বে রয়েছে ঘটক পাখি ভাই স্বয়ং। ইস্টার্ন প্লাজার নবম তলার ২৭ ও ৩৫ নম্বর রুমে তার কার্যালয়। এখান থেকে মাসে আয় করছে ১০ লাখ টাকারও বেশি। তবে প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তারও হয়েছিল পাখি ভাই। তার প্রতিষ্ঠানে সদস্য হতে ফি দিতে হয় ৫ হাজার টাকা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাঝেমধ্যে দু-একটা বিয়ে হলেও অধিকাংশ সদস্যই ফিরেছেন শূন্য হাতে। বঞ্চিত সদস্যরা ফি-এর টাকা ফেরত পাননি। আবার অনেকে বাড়তি টাকা দিয়েও প্রতারিত হয়েছেন। এভাবেই ১৯৮২ সাল থেকে অদ্যাবধি ঘটক পাখি ঘটকালী করে আজ কোটিপতি।

প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তার

২০০৫ সালে ২৫ আগস্ট প্রতারণার অভিযোগে ধানমন্ডি থানা পুলিশ ঘটক পাখি ভাইকে গ্রেপ্তার করে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, একই সালের ২৩ আগস্ট রেজাউল করিম শিকদার নামে জনৈক ফরেস্ট অফিসার পাখি ভাইয়ের বিরুদ্ধে ধানমন্ডি থানায় মামলা করে। বাদী এজাহারে অভিযোগ করে তার দুবোন ফাতেমা ও শামীমার বিয়ের জন্য পাখি ভাইয়ের সঙ্গে ৪০ হাজার টাকা চুক্তি হয়। চুক্তিতে সময় নির্ধারণ ছিল এক মাস। এর মধ্যে তিনজন পাত্র দেখালেও কোনও ফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পাখি ভাই টাকা ফেরত দেয়ার অঙ্গীকার করে ২৭ আগস্ট আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পায়।

জয়নাল আবেদীন খানের মেয়ে ইফফাত জেরিন খান স্বর্ণা। থাকত ঢাকার সবুজবাগের মুগদার ১২২ নম্বর ভাড়া বাড়িতে। একেক জায়গায় নিজেকে পরিচয় দিত একেক নামে। কোথাও তানিয়া ইসলাম, নাতাশা কোথাওবা তুলি। চাকরি করত একটি ম্যারেজ মিডিয়ার অফিস এক্সিকিউটিভ পদে। পরে হয়ে যায় ওই ম্যারেজ মিডিয়ার পার্টনার। প্রতারণার ব্যবসা প্রসারিত করার জন্য নিজেই সাজে কানাডার ইমিগ্র্যান্ট পাত্রী। তার প্রতারণার সর্বশেষ শিকার জাকির নামের জনৈক যুবক।

একটি দৈনিকে 'বিয়ে করে বিদেশ যান' শিরোনামে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনে দেয়া মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করেন জাকির। তাকে যোগাযোগ করার জন্য ঠিকানা দেয়া হয় সূত্রাপুর থানাধীন হাটখোলায় ম্যারেজ মিডিয়ার (প্রতিষ্ঠানটির নামও ম্যারেজ মিডিয়া) ঠিকানা। প্রতিষ্ঠানটির মালিক এ কে এম এনায়েত সজীব ও আক্তারুজ্জামান সাগর। জাকিরকে পরিচয় করিয়ে দেওয় ইমিগ্র্যান্ট পাত্রী তানিয়ার সঙ্গে। জানানো হয় সে কানাডায় থাকে এবং সেখানে তার কম্পিউটার, স্টেশনারি ও কসমেটিকস্‌রে ব্যবসা আছে। এ ছাড়া গুলশান–১ নম্বর এলাকায় তাদের একটি বাড়ি আছে। তানিয়া জাকিরকে আরও জানায়, তার বাবা নেই, তাই বিয়ে করে ছেলেকে কানাডায় নিয়ে যাবে সে। মিডিয়ার দুই মালিক জাকিরকে প্রস্তাব দেয় এবং কানাডা যাওয়া বাবদ খরচ চাওয়া হয় পাঁচ লাখ টাকা। কথামতো সবুজবাগের একটি কাজী অফিসে তাদের বিয়ে হয়। মুগদার তানিয়ার ভাড়া বাড়িতে বাসররাতও হয় তাদের। বিয়ের পর পাসপোর্ট ও ভিসাসহ কানাডা যাওয়ার আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ প্রথম পর্যায়ে ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা দেওয়া হয় তানিয়াকে। হঠাৎ অফিস থেকে জাকিরকে জানানো হয়, তানিয়া কানাডা চলে গেছে। কিন্তু জাকির খবর নিয়ে জানতে পারে ওই দিন ঢাকা থেকে কানাডার কোনও ফ্লাইট ছিল না। সন্দেহ হয় জাকিরের। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জাকির সবুজবাগ থানা-পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করেন। পুলিশ ম্যারেজ মিডিয়ায় অভিযান চালিয়ে তানিয়া ও আজাদ নামের আরেক প্রতারককে গ্রেফতার করে। কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় সজীব ও সাগর। তদন্তকারী কর্মকর্তা সূত্রাপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর জিল্লুর রহমান বলেন, তাদের গ্রেপ্তারের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া মামলার চার্জশিটও প্রস্তুত বলে জানান তদন্তকারী কর্মকর্তা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তাদের আরেকজন পার্টনার রয়েছে, তার নামও আজাদ। সে এবং অপর পার্টনার আলমগীর চাকরি করে পুলিশে। কিন্তু এদের কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। মামলার তদন্তেও এই দুই পুলিশের জড়িত থাকার অভিযোগ এসেছে, কিন্তু তাদের পদবী, পোস্টিং এবং ঠিকানা জানা যায়নি, যে কারণে তাদের নাম বাদ দিয়েই মামলার চার্জশিট দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। পাশাপাশি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের মালিকদের গ্রেফতার না করা এবং প্রতারক দুই পুলিশ সদস্যকে চার্জশিট থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানের মালিক সজীব ও সাগর দীর্ঘদিন ধরে দুই পুলিশ সদস্যের ব্যবসায়িক পার্টনার। আর এই দুই পুলিশের শেল্টারেই তারা দীর্ঘদিন এই প্রতারণার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। জাকিরের মতো এ রকম আরও অনেকের সঙ্গেই তানিয়ার বিয়ে ও বাসররাত হয়েছে। জানা গেছে, বিগত আট মাসে একই কায়দায় তানিয়া অন্তত চার যুবককে বিয়ে করেছে। পুলিশের কাছে তানিয়া জানায়, জাকির ছিল তার তিন নম্বর স্বামী। জাকিরের পর নরসিংদীর সোহেল নামের এক যুবককে বিয়ে করে সর্বস্বান্ত করেছে সে।

প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ইমিগ্র্যান্ট পাত্রী মডেল মোনালিসা

মডেল মোনালিসা!

শায়লা হক ওরফে মোনালিসা ওরফে মোনা ২০০৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে মাস্টার্স পাস করে। তার কয়েকটি মিউজিক ভিডিও বাজারে রয়েছে। মোনা ম্যারেজ মিডিয়া করে নিজেই কমপক্ষে পাঁচবার কানাডার ইমিগ্র্যান্ট পাত্রী হিসাবে হাজির হয়েছে বিভিন্ন পাত্রের সামনে। মোনালিসা পাত্রী দেখা বাবদ ফি নিত ৪ হাজার টাকা। দেখতে সে যথেষ্ট সুন্দরী। মোনালিসাকে সব পাত্রই পছন্দ করত। ভিসা, পাসপোর্ট ও কানাডা যাওয়ার আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ মোনা প্রত্যেক পাত্রের কাছ থেকে অগ্রিম দুই থেকে তিন লাখ টাকা নিত। এরপর মোবাইল বন্ধ করে হাওয়া হয়ে যেত। নতুন মোবাইল নম্বর দিয়ে আবার বিজ্ঞাপন দিত। প্রতারণার পার্টনার ছিল আসিফ ইকবাল ও কামাল। তার ব্যবসা প্রসারের জন্য তিনজনে মিলে লালমাটিয়ার এ ব্লকের একটি বিল্ডিং-এ অফিস খোলে 'দেশবাংলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি মিডিয়া' নামে।

মোনালিসার কাছে সর্বশেষ প্রতারিত হয় তানভীর আহম্মেদ নামের যুবক। ভিসা ও পাসপোর্ট বাবদ তার কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় ২ লাখ টাকা। গত ১ জানুয়ারি মোনালিসার প্রবাসী পাত্রী হিসাবে তানভীরের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। স্থান ঠিক করা হয় ধানমন্ডির ইয়ামী চাইনিজ রেস্টুরেন্ট। সময়মতো হাজির হয় মোনালিসা। অন্যদিকে গোপনে খবর পেয়ে তানভীর হাজির হয় র‌্যাব-১-এর দপ্তরে। পরে র‌্যাবের হাতে ধরা পড়ে মোনা। তাকে নিয়ে র‌্যাব অভিযান চালায় তার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে। সেখান থেকে গ্রেপ্তার হয় তার প্রতিষ্ঠানের আঁখি, আবদুল মান্নান, আমান, জয় আহমেদ, নয়ন, রায়হান হোসেন, পাভেল শিকদার ও অফিস সহকারী হাফিজুর রহমানকে। পালিয়ে যায় ম্যানেজার আসিফ ইকবাল। তানভীর আহমেদ ১০ জনকে আসামি করে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-পুলিশ পরিদর্শক গোলাম মোস্তফা জানান, ম্যানেজার আসিফ ইকবালকে গ্রেপ্তার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সর্বশেষ ট্রান্স মিডিয়ার ৫ প্রতারক গ্রেপ্তার

ইমিগ্রান্ট পাত্রী সেজে প্রতারণা করার অভিযোগে সর্বশেষ গ্রেপ্তার হয় শারমিন আক্তার বাবলী। ১০ জানুয়ারি র‌্যাব-৩-এর ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে বাড্ডার প্রগতি সরণিতে ট্রান্স মিডিয়া প্রতিষ্ঠান থেকে বাবলী ছাড়াও গ্রেপ্তার করা হয় প্রতিষ্ঠানের মালিক মোখলেছুর রহমান রানা, কর্মচারী আবুল হাশেম রতন, রুবেল আহমদ ও জুলহাসকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আমেরিকার ইমিগ্র্যান্ট পাত্রের খোঁজে বাবলী দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা করে আসছে। তবে বাবলীর প্রতারণার কৌশল অন্যদের চেয়ে খানিকটা ভিন্ন। পাত্রের কাছে প্রতিষ্ঠানের মালিক রানা জানায়, পাত্রী বাবলী অল্প ক'দিন আগে আমেরিকা থেকে এসেছে। কিন্তু তার বাবা জোর করে তার মামাত ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাচ্ছে। সে কারণে ম্যারেজ মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাবলী বিয়ে করে স্বামীকে আমেরিকা নিয়ে যেতে চায়। বাবাকে না জানানোর অজুহাতে প্রতিষ্ঠানেই পাত্রীকে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। পাত্রী দেখা বাবদ পাত্রকে সার্ভিস চার্জ দিতে হয় তিন হাজার টাকা। পাত্রের কাছ থেকে বিদেশ যাওয়া বাবদ হাতিয়ে নেওয়া হয় মোটা অঙ্কের টাকা।